জীবনে যা দেখলাম

চতুর্থ খণ্ড (১৯৭২-১৯৭৫ খ্রি.)

[৯ খণ্ডে সমাপ্ত]

অধ্যাপক গোলাম আযম

কামিয়াব প্রকাশন - ঢাকা

চতুর্থ খণ্ড সম্পর্কে

'জীবনে যা দেখলাম' ১ম খণ্ডে আমার জন্মসাল ১৯২২ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত বিবরণ রয়েছে। ২য় খণ্ডে ১৯৫২ থেকে ১৯৬২ এবং তৃতীয় খণ্ডে ১৯৬২ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত। ৪র্থ খণ্ডে ১৯৭২ থেকে '৭৫ সাল মাত্র। এর মধ্যে ১৯৭৫ সালের কথাই ১৮টি কিস্তিতে বিস্তৃত। মুজিব হত্যা ও পরবর্তী ঘটনাবলির কারণে '৭৫ সালটিকে ঘটনাবহুলই বলতে হয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে '৭৫ সাল আদর্শিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। তাই এ সালের ঘটনাবলির বিবরণ এতো দীর্ঘ হয়েছে।

১৯৭২ থেকে '৭৫ সাল শেখ মুজিবের শাসনকাল। এ সময়ে আওয়ামী লীগের কুশাসন, শেখ মুজিবের স্বৈরাচার এবং এর মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার তথ্যাবলি পরিবেশন করতে গিয়ে আমাকে নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলির সাহায্য গ্রহণ করতে হয়:

১. আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর: প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও আওয়ামী লীগ নেতা সাবেক মন্ত্রী জনাব আবুল মনসূর আহমদ।
২. রাজনীতির তিন কাল: সাবেক আওয়ামী লীগ নেতা ও এরশাদ আমলের প্রধানমন্ত্রী জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী।
৩. জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে '৭৫: প্রখ্যাত ভাষা সৈনিক, সাবেক আওয়ামী লীগ নেতা ও ডেমোক্রেটিক লীগের সভাপতি জনাব অলি আহাদ।
৪. একশ' বছরের রাজনীতি: দৈনিক সংগ্রাম সম্পাদক ও রাজনৈতিক গবেষক জনাব আবুল আসাদ।
৫. যা দেখেছি, যা বুঝেছি ও যা করেছি: আগস্ট-বিপ্লবের নেতা মেজর ডালিম।
৬. তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা: লে. কর্নেল (অব) এম. এ. হামীদ।
৭. আমার দেখা সমাজ ও রাজনীতির তিন কাল: অধুনালুপ্ত ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান, প্রখ্যাত এডভোকেট, সাবেক আওয়ামী লীগ নেতা জনাব সা'দ আহমদ।

আমি এসব গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে আমার নিজের ভাষায় পরিবেশন না করে প্রয়োজনে দীর্ঘ উদ্ধৃতিও দিয়েছি। আমি তথ্যসমূহের সত্যতার কোন দায়িত্ব গ্রহণ করার চেয়ে লেখকগণের উপর সে দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া যথার্থ মনে করেছি।

আশা করি, পাঠক-পাঠিকাগণ এ বই থেকে দেশের ইতিহাসের অনেক অজানা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও তথ্য অবগত হওয়ার সুযোগ পাবেন।

গোলাম আযম
আগস্ট ২০০৪

সূচিপত্র

হজ্জের পর জেদ্দায় ১৫
দু'জন বিশিষ্ট ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ ১৬
আমার ভিসা সংগ্রহের অভিযান ১৭
বাদশাহ ফায়সালের সাথে সাক্ষাতের চেষ্টা ১৮
বাদশাহর সাথে সাক্ষাৎকার ১৯
ওয়ামীর প্রতিষ্ঠা সম্মেলন ২১
রিয়াদ গমন ২১
সম্মেলনের প্রথম ডেলিগেট অধিবেশন ২২
সম্মেলনের প্রধান আলোচ্য ২৩
এ সম্মেলনের গুরুত্ব ২৩
এ সম্মেলন আমাকে কী দিয়েছে? ২৪
বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে পরিচয় ২৫
আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট ব্যবহার শুরু ২৮
আবুধাবী সফর ২৯
দুবাই পৌছলাম ২৯
বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে ভাবনা ৩০
আব্বার ইন্তিকালের খবর ৩১
আমার আফসোস ৩১
মৃতের জন্য করণীয় ৩২
কুয়েত রওয়ানা ৩৩
আমার আব্বার অসুস্থতা ৩৪
আমার ছেলেদের দাদাই ছিলেন আসল অভিভাবক ৩৫
মুত্তাওয়া সাহেবের অফিসে ৩৬
শায়খ আব্দুল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ ৩৭
জমিয়তুল ইসলাহ অফিসে ৩৮
কুয়েত দর্শন ৩৯
মুত্তাওয়া সাহেবের বাড়িতে রাতের খাবার ৪০
ওমরাহ করে বৈরুত গমন ৪০
বৈরুতের দু'দিন ৪০
লিবিয়ার বেনগাযীতে ৪১
সম্মেলনের সময় আমাদের তৎপরতা ৪২
লিবিয়ার কথা ৪২
গাদ্দাফীর তিন দফা কৌশল ৪৪
লন্ডন রওয়ানা ৪৫

ডাক্তার তোয়াহা রামলী ১২৩
মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক মাদানী ১২৩
আমার মনে বিরাট প্রশ্নের সৃষ্টি হলো ১২৪
আরও একটা প্রশ্ন ১২৪
আবার হায়রে মৃত্যু ১২৫
তিন বোনেরই হঠাৎ মৃত্যু ১২৫
আমার সাথীহারা ভাই ১২৬
আমার ভাইটি অসহায় নয় ১২৭
হাসিনার জানাযা ও দাফন ১২৮
আব্বার বংশধরদের বৈঠক ১২৯
মগবাজার ও সোবহানবাগ ১৩০
লাহোর সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে আমার বক্তৃতা ১৩১
মুসলিম জাতি ক্ষমতাহীন কেন? ১৩২
কুরআন ইসলামী আন্দোলনের গাইড বুক ১৩৩
ইসলামের সঠিক পরিচয় ১৩৩
কুরআন বুঝার তাগিদ ১৩৩
সংগঠক মাওলানা মওদূদী ১৩৩
ইসলামী নেতৃত্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই ছাত্র সংগঠন ১৩৪
এখন প্রয়োজন ইসলামী হুকুমত ১৩৫
বাংলাদেশে ইসলামের সম্ভাবনা ১৩৬
মুসলিমদের আত্মসমালোচনা জরুরি ১৩৬
মুসলিম উম্মাহর আসল সমস্যা ১৩৭
লাহোর সম্মেলনের ঘোষণাপত্রের পটভূমি ১৩৭
গণতান্ত্রিক বিশ্ব ইসলামকেই প্রতিদ্বন্দ্বি শক্তি মনে করে ১৩৮
ইসলাম দুশমনীর প্রতিক্রিয়া ১৩৯
মুসলমানদের আযাদী আন্দোলনকে সন্ত্রাসী আখ্যাদান ১৩৯
পরীক্ষামূলক গেরিলা যুদ্ধ ১৪১
আত্মঘাতী হামলা ১৪১
ঐতিহাসিক ২২ দফা ঘোষণা ১৪২
পাকিস্তানে অভ্যন্তরীণ সফর ১৪৬
কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক রাজধানী সফর ১৪৭
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর সাংগঠনিক অবস্থা ১৪৮
জামায়াতের রাজনৈতিক অবস্থান ১৫০
পেশোয়ার সফর ১৫১
প্রাদেশিক সরকারের পরিচয় ১৫২
জামায়াতের ৬ মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ ১৫২
ইসলামী সরকারের এ যাবৎ অর্জন ১৫৩
জামায়াতের মন্ত্রীদের নিজস্ব কর্মসূচি ১৫৪

১৩১.

হজ্জের পর জেদ্দায়

হজ্জ সমাধা করার পর আমি, মাওলানা আবদুস্ সুবহান ও ব্যারিস্টার কুরবান আলী জেদ্দায় পৌঁছে সৌদি আরবে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের প্রতিনিধি রাও মুহাম্মদ আখতারের সাথে যোগাযোগ করলে তিনি আমাদেরকে জামায়াতের মেহমানখানায় থাকার ব্যবস্থা করলেন।

১৯৭১-এর ডিসেম্বরে যখন পিআই-এর বিমান ঢাকার বদলে নিরাপত্তার জন্য জেদ্দায় পৌঁছলো তখন আমি রাও সাহেবের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হই। মাওলানা আবদুস্ সোবহান ও ব্যারিস্টার কুরবান আলীরও হজ্জের আগে তাঁর সাথে পরিচয়ের সুযোগ হয়। ঐ বছর ইখওয়ানুল মুসলিমূনের মুরশিদুল আম (প্রধান) ড. হাসানুল হুদাইবী ও সুদানের ইখওয়ানী নেতা ড. হাসান তোরাবী হজ্জ করতে এসেছিলেন। জেনারেল নুমেরী তখন সুদানের মিলিটারি ডিক্টেটর। তিনি ইখওয়ানের বহু লোককে কারারুদ্ধ করে রেখেছিলেন। ড. তোরাবী মুক্তি পেয়েই হজ্জ করতে এলেন। পরে জানতে পেরেছি যে, হজ্জের পর দেশে ফিরে গেলে আবার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

রাও সাহেব জেদ্দায় ঐ দু'জন ইখওয়ানী নেতাকে জামায়াতে ইসলামীর লোকদের সাথে মিলিত করার ব্যবস্থা করেন এবং আমাদেরকেও এতে শরীক হবার সুযোগ দান করেন। তাই এ উপলক্ষে রাও সাহেবের সাথে আমার দু'সাথীরও পরিচয় হয়। ড. হুদাইবীর সাথে হজ্জের সময় মিনায় তাঁর ক্যাম্পে যেয়ে আমরা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করি। ড. তোরাবীর সাথে আর দেখা হয়নি। জেদ্দায় এ দু'নেতার সাথে সাক্ষাতের সময় মিসর ও সুদানে ইসলামী আন্দোলনের অবস্থা সম্পর্কে তাদের মুখে বিস্তারিত জানা গেলো। দু'দেশেই সামরিক স্বৈরশাসনের নির্যাতনে ইসলামী আন্দোলনের প্রায় সকল নেতা ও বিরাটসংখ্যক কর্মী কঠিন অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন। এ সত্ত্বেও দু'নেতাই দৃঢ়তার সাথে জানালেন যে, দীনে বাতিলের পক্ষ থেকে পরীক্ষার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিয়েই মানুষ ইসলামী আন্দোলনে শরীক হয়। তাই দীর্ঘকাল নির্যাতন সত্ত্বেও কেউ বালিতের নিকট আত্মসমর্পণ করার মতো দুর্বলতার পরিচয় দেননি। ড. হুদাইবী বললেন, বাতিল শক্তির হাতে কত নবী পর্যন্ত শহীদ হয়েছেন। আমরা তো শহীদ হওয়ার আশায়ই এ পথে এসেছি। তাই আমাদের কোন পরাজয় নেই।

ড. তোরাবী বললেন, "মিসর ও সুদানে সশস্ত্র বাহিনী ইসলামী আন্দোলনকে স্তব্ধ করে রেখেছে। প্রকাশ্যে দীনের দাওয়াত দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছে। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, ইসলামী আন্দোলনের তরুণদেরকে পরিকল্পিতভাবে সশস্ত্র বাহিনীতে অফিসার ও জোয়ান হবার জন্য ভর্তি করতে হবে, যাতে ২০/২৫ বছরের মধ্যে ইসলামী মন-মগজের লোক এমন পর্যায়ে পৌঁছতে পারে যে, সশস্ত্র বাহিনী ইসলামী আন্দোলনের সহায়ক শক্তিতে পরিণত হয়।

আমাদের সাথে পরিচয়ের পর দু'নেতাই বিশ্বের সর্ববৃহৎ ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তান বিভক্ত হয়ে যাওয়ায় অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করলেন। তাঁরা 'পূর্ব-পাকিস্তানে' (তাদের ভাষায়)

ইসলামী আন্দোলনের বর্তমান অবস্থা জানতে চাইলেন। কিছু ধারণা দেওয়া হলো। তারা মন্তব্য করলেন যে, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চালু থাকলে পরিস্থিতি অল্প সময়েও বদলে যেতে পারে। বিশ্বের সর্বত্র মুসলিম জনগণ ইসলামের সমর্থক; ইসলামবিরোধী নয়। তাই ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি অনুযায়ী হিকমতসহকারে দাওয়াতের দায়িত্ব পালন করতে থাকলে আল্লাহ তাআলা পথের বাধা দূর করে দেন। হতাশ হয়ে দাওয়াতের কাজ করা বন্ধ করলে আল্লাহর সাহায্যও বন্ধ হয়ে যায়। একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে দায়ী ইলাল্লাহর পবিত্র দায়িত্ব পালন করতে থাকলে আল্লাহর সাহায্য আসবে। তাঁদের মূল্যবান কথায় আমরা অত্যন্ত উৎসাহ বোধ করলাম।

দু'জন বিশিষ্ট ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ

জনাব রাও আখতার আমাদেরকে এমন দু'জন বিশিষ্ট ব্যক্তির সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলেন, যারা মাওলানা মওদূদীকে অত্যন্ত ভালোবাসেন এবং ইসলামী আন্দোলন হিসেবে জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখেন। তাদের একজন হলেন, বাদশাহ ইবনে সৌদের মন্ত্রিসভার বেসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রী শায়খ আহমদ সালাহ জামজুম এবং অপরজন দৈনিক মদীনা পত্রিকার প্রধান সম্পাদক মুহাম্মদ সালাহুদ্দীন।

আমরা তিনজনই জামজুম সাহেবের সাথে দেখা করতে গেলাম। রাও সাহেব থেকে জানা গেলো যে, জামজুম সাহেব পাকিস্তানের অত্যন্ত শুভাকাঙ্ক্ষী। তিনি যখন সিভিল এভিয়েশন মন্ত্রী ছিলেন তখন সৌদি এয়ারলাইন্সকে গড়ে তুলবার ব্যাপারে পাকিস্তান সরকারের বিরাট সহযোগিতা লাভ করেছিলেন। আমাদের পরিচয় জানার পর তিনিও পাকিস্তান বিভক্ত হয়ে যাওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করলেন। আমি বললাম যে, মি. জুলফিকার আলী ভুট্টো ক্ষমতায় যাবার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাথে যোগসাজশ করে পাকিস্তান ভেঙে দিলেন।

প্রথমে পরিচিতির সময় শায়খ জামজুম মাওলানা আবদুস্ সুবহানের নাম শুনে একটু হালকা রসিকতা করলেন। মাওলানা যখন নিজের পুরো নাম 'আবুল বাশার মুহাম্মদ আবদুস্ সুব্হান' বললেন তখন তিনি হেসে বললেন, "আবুল বাশার তো হযরত আদম, আর সুব্হান তো আল্লাহর কোন গুণবাচক নাম নয়, যার সাথে আবদ শব্দ যোগ করা যায়।"

আমি বললাম, আমাদের দেশে বহু আলেমের নামও আবদুস্ সুব্হান।

যা হোক, তিনি জানতে চাইলেন যে, হজ্জের পর আমরা বাংলাদেশে ফিরে যাচ্ছি কিনা। তখন তাঁকে জানানো হলো যে, আমাদের কারো পক্ষেই এ সময় বাংলাদেশে যাবার উপায় নেই। আমরা বাংলাদেশ থেকে আসিনি। আমি ও মাওলানা আবদুস্ সুব্হান পাকিস্তান থেকে এসেছি এবং ব্যারিস্টার কুরবান সাহেব দুবাই থেকে হজ্জে এসেছেন।

আমরা দু'জন কেমন করে পাকিস্তানে আটকা পড়লাম এবং ব্যারিস্টার সাহেব কেন দুবাই আসতে বাধ্য হলেন সে কথা সংক্ষেপে জানাবার পর তিনি অত্যন্ত সহানুভূতি প্রকাশ করলেন। আমরা পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছি জেনে দুঃখ প্রকাশ করলেন।

আমাদের পরবর্তী কার্যক্রম সম্পর্কেও তিনি জানতে চাইলেন। বলা হলো যে, মাওলানা আবদুস্ সুব্হান পাকিস্তানে ফিরে যাবেন ও ব্যারিস্টার সাহেব দুবাই চলে যাবেন। আমার সম্বন্ধে বললাম যে, বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্বশীলদের সাথে যোগাযোগের

সুযোগ গ্রহণের জন্য আমি লন্ডন যাবার চেষ্টা করছি। আমি পাকিস্তান থেকে ঢাকায় সামান্য কিছু টাকা পাঠিয়েছিলাম, যা আন্দোলনের জন্য অত্যন্ত সহায়ক হয়েছে। কিন্তু সেখান থেকে যোগাযোগ সবচেয়ে কঠিন। টাকা পাঠানো আরও দুরূহ। বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনকে সংগঠিত করার পথে সবচেয়ে বড় বাধা হলো আর্থিক সংকট। তাই আমি পাকিস্তানে ফিরে যাচ্ছি না। অর্থ সংগ্রহ করে সেখানে পাঠাবার ও যোগাযোগ করার সবচেয়ে বেশি সুবিধা হবে লন্ডন থেকে। ইংল্যান্ডে বাংলাদেশী অনেক লোক আছে এবং জামায়াতে ইসলামীর সাথে জড়িত বেশকিছু দীনী ভাই আছেন।

তাঁর কাছ থেকে দোয়া চেয়ে বিদায় হবার সময় তিনি আবেগের সাথে বললেন যে, বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের জন্য আমি সামান্য কিছু আল্লাহর ওয়াস্তে দিতে চাই, আশা করি গ্রহণ করবেন। এ কথা বলে তিনি একটা ছোট খাম আমার হাতে দিলেন। আমি শুকরিয়ার সাথে গ্রহণ করলাম। পরে খাম খুলে দেখলাম যে, দু'হাজার রিয়াল তাতে রয়েছে।

এরপর দৈনিক মদীনার প্রধান সম্পাদকের সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি অত্যন্ত দরদের সাথে বাংলাদেশে সার্বিক অবস্থা জানতে চাইলেন। তাঁর সাথে এ পরিচয় পরবর্তী বছর বেশ কাজে লেগেছে।

আমার ভিসা সংগ্রহের অভিযান

জেদ্দায় কয়েকদিন থাকার পর মাওলানা আবদুস্ সুব্হান স্টিমারে করাচি চলে গেলেন। ব্যারিস্টার কুরবান আলীও দুবাই ফিরে গেলেন। আমি জেদ্দায় জামায়াতের মেহমানখানায় থেকে আমার পাকিস্তানি পাসপোর্টে বিভিন্ন দেশের ভিসা লাগাবার অভিযান চালালাম। পাকিস্তান থেকে 'পিলগ্রিম পাস' নিয়ে এসেছিলাম, আমার ইন্টারন্যাশনাল পাসপোর্ট ব্যবহার করিনি। আমি যে পাকিস্তান থেকে বের হয়ে আসলাম এর কোন সিলও পাসপোর্টে নেই। ১৯৭২ সালের জুন মাসে পাকিস্তানের ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব নূরুল আমীনের সাহায্যে ইন্টারন্যাশনাল পাসপোর্ট যোগাড় করা হয়েছিলো। কিন্তু মি. ভুট্টো পাকিস্তান থেকে বের হতে না দেওয়ায় তা ব্যবহার করা শুরুই হয়নি। তাই একেবারে আনকোরা নতুন পাসপোর্টে ভিসা পেতে সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে বলে আশঙ্কা রয়েছে।

এ বিষয়ে রাও আখতার সাহেব কতক অভিজ্ঞ লোকের সাথে পরামর্শ করে জানতে পারলেন যে, লেবাননের ভিসা পাওয়া সবচেয়ে সহজ। কারণ সেখানে চাকরি তালাশ করতে কেউ যায় না; শুধু পর্যটকরাই বেশি সংখ্যায় যায়। এরপর দুবাই যাবার ভিসাও পাওয়া কঠিন নয়। কারণ আরববিশ্বে দুবাইই ফ্রি মার্কেট হিসেবে খ্যাত। বিনা অনুমতিতে যে-কোন দেশের লোক সেখানে ব্যবসার পণ্য নিয়ে যেতে পারে এবং যে-কোন জিনিস কিনে নিয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ দুবাইতে 'স্মাগলিং' জায়েয, বেআইনি নয়। ইমপোর্ট-এক্সপোর্ট লাইসেন্স ছাড়াই সেখানে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য করা যায়। তাই ভিসা দিতে কোন কড়াকড়ি করে না।

পরিকল্পনা করা হলো যে, কয়েকটি দেশের ভিসা সংগ্রহ করার পর ইংল্যান্ডের ভিসার জন্য চেষ্টা করা হবে। প্রথমেই লেবাননের ভিসা পেয়ে গেলাম। দুবাই'র ভিসাও হয়ে গেলো। এ দুটো ভিসা পাসপোর্টে দেখে কুয়েতও ভিসা দিয়ে দিলো। এরপর লিবিয়ার

ভিসাও নেওয়া হলো। সর্বশেষে ব্রিটিশ দূতাবাসে ভিসার দরখাস্ত দিলাম। চারটি আরব দেশের ভিসা দেখে বেশি কিছু জিজ্ঞাসাবাদ না করেই ভিসা লাগিয়ে দিলো। এ ভিসাটি পাওয়ার জন্যই আগের ভিসাগুলোর প্রয়োজন ছিলো। অবশ্য ঐ কয়টি ভিসা লন্ডন যাবার আগেই কাজে লেগেছে।

বাদশাহ ফয়সালের সাথে সাক্ষাতের চেষ্টা

হজ্জের মওসুমে বাদশাহ হজ্জের পর কিছুদিন জেদ্দার প্রাসাদে অবস্থান করেন। এ সময় তিনি বিভিন্ন দেশ থেকে আগত রাষ্ট্রপ্রধান, সরকারপ্রধান ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদেরকে সাক্ষাৎদান করেন। আমি ঐ পর্যায়ের কেউ না হলেও বাদশাহর সাথে সাক্ষাতের অত্যন্ত প্রয়োজনবোধ করলাম। বাংলাদেশ নামের নতুন রাষ্ট্রটি সম্পর্কে বাদশাহর মনোভাব জানার খুব আগ্রহ মনে জাগলো। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতের অগ্রণী ভূমিকার পেছনে যে তার কোন নেক নিয়ত ছিলো না, সে কথা তিনি উপলব্ধি করেন কিনা তাও আমার জানা জরুরি মনে করলাম।

প্রশ্ন দাঁড়ালো যে, সাক্ষাতের সুযোগ কেমন করে পেতে পারি। সরকারি লোকেরা তো তাদের দূতাবাসের মাধ্যমে যোগাযোগ করেন। আমি কার মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারি? এ বিষয়ে পরামর্শের জন্য শায়খ আহমদ সালাহ জামজুমের সাথে দেখা করলাম। তার সাথে প্রথম সাক্ষাতে যে দরদের পরিচয় পেলাম তাতে বড় আশা নিয়েই তার কাছে গেলাম। তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সাথে আমাকে গ্রহণ করে প্রথমেই জানতে চাইলেন যে, আমি ব্রিটিশ ভিসা পেয়েছি কিনা। এটা জানতে চাওয়ার পেছনেও দরদের পরিচয় পেলাম। আমার লন্ডন যাবার ইচ্ছা প্রথম সাক্ষাতে প্রকাশ করেছিলাম। তিনি সে কথা মনে রেখেছেন দেখে আমি অত্যন্ত খুশি হলাম।

আমি জানতাম যে, জামজুম সাহেব বাদশাহ ফয়সালের বড় ভাই বাদশাহ সৌদের মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। বাদশাহ ফয়সালের সাথে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকার কথা। কারণ ঐ কেবিনেটে ফায়সালও মন্ত্রী ছিলেন। আমি বাদশাহ ফয়সালের সাথে সাক্ষাতের প্রয়োজনীয়তার কারণ তার নিকট পেশ করলাম। এ বিষয়ে তিনি আমাকে সাহায্য করতে পারেন কিনা তা জিজ্ঞেস করার আগেই তিনি ফোনে বাদশাহর চিফ প্রটোকল অফিসার আবদুল ওহাবের সাথে কথা বললেন। আমার সামনেই ফোনে কথা হচ্ছে বলে অপর প্রান্ত থেকে কী বলা হচ্ছে তা আমি শুনতে না পেলেও জামজুম সাহেবের কথা থেকে তা বুঝতে পারলাম।

তারা আরবীতে কথা বলছিলেন। আমি টের পেলাম যে, প্রটোকল অফিসার ওযর পেশ করছেন যে, বাদশাহর সাথে সাক্ষাৎপ্রার্থীদের দীর্ঘ তালিকার কারণে কোন সময় বের করা কঠিন। জামজুম সাহেব জওয়াবে বললেন, "আমি একজন গুরুত্বপূর্ণ লোককে নিয়ে বাদশাহর সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই। আমার জন্য আগামীকাল একটা সময় করিয়ে দিতেই হবে।" বাধ্য হয়ে প্রটোকল অফিসার পরের দিন সকাল দশটায় মাত্র দশ মিনিটের একটা ফাঁক বের করে দিলেন।

ফোন ছেড়ে দিয়ে তিনি খুশি হয়ে বললেন, "সাক্ষাৎপ্রার্থীদের ভিড়ের কারণে আগামী কয়েক দিনের সিডিউল চূড়ান্ত হয়ে আছে। আমি চাপ দিয়ে একটা সময় যোগাড় করে নিলাম।

আপনি আগামীকাল সকাল সাড়ে ৯টায় এখানে পৌঁছে যান। আমি নিজেই আপনাকে নিয়ে যাবো এবং বাদশাহর সাথে পরিচয় করিয়ে দেবো।" আমি রীতিমতো অভিভূত হলাম। আমি এতোটা আশা করিনি। এ অপ্রত্যাশিত সাফল্যে তার মতো দরদি মুরুব্বী পেয়ে আল্লাহ তাআলার প্রতি শুকরিয়ার অনুভূতিতে আমার হৃদয় প্লাবিত হয়ে গেলো।

বাদশাহর সাথে সাক্ষাৎকার

পরদিন যথাসময়ে জামজুম সাহেবের অফিসে হাজির হলাম। তিনি প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। তিনি আমাকে নিয়ে গাড়িতে উঠলেন। বিস্মিত হলাম যে, তিনি নিজেই ড্রাইভারের আসনে বসে আমাকে পাশের আসনে বসালেন। নিজেই গাড়ি চালিয়ে নিয়ে চললেন। আমাকে পরামর্শ দিলেন যে, আপনি মাত্র দশ মিনিট সময় দিয়েছে বলে কোন অসুবিধাবোধ করবেন না। বাদশাহ যদি আপনার কথা শুনতে থাকেন তাহলে আপনি বলে যাবেন। তিনি ইচ্ছা করলে বেশি সময় দিতে পারেন।

প্রাসাদের হলরুমের সামনে গাড়ি থেকে নেমে তিনি আমাকে হাতে ধরেই হল রুমে ঢুকলেন। দেখলাম বিরাট হল। চারপাশে সোফা সাজানো রয়েছে। হলের শেষ প্রান্তে বাদশাহ বসে আছেন। জামজুম সাহেবকে দেখেই চিফ প্রটোকল অফিসার দ্রুত এগিয়ে এসে জামজুম সাহেবকে স্বাগত জানালেন এবং বাদশাহর কাছে নিয়ে গেলেন। বাদশাহ অত্যন্ত সম্মান দেখিয়ে দাঁড়িয়ে জামজুম সাহেবের সাথে হাত মিলিয়ে আরব ঐতিহ্য অনুযায়ী গালে গাল লাগিয়ে সংবর্ধনা জানালেন। জামজুম সাহেব আমাকে দেখিয়ে বাদশাহকে বললেন, "ইনি প্রফেসর গোলাম আযম। পাকিস্তানের উস্তায আবুল আ'লা মওদূদীর নায়েব হিসেবে পূর্ব-পাকিস্তানে দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি আপনাকে সেখানকার হাল অবস্থা জানাতে চান।"

বাদশাহ আমার সাথে হাত মিলিয়ে হাত ধরে রেখেই তার পাশে নিয়ে বসালেন। আমি অনুভব করলাম যে, মাওলানা মওদূদীর প্রতিনিধি হিসেবেই এ মর্যাদা পেলাম। জামজুম সাহেব আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বেশ দূরে গিয়ে সোফায় বসলেন। হলের দেয়াল ঘেঁষে চারদিকেই সোফা পাতা আছে। হলের মাঝখানে মেঝেতে কার্পেট ছাড়া আর কিছুই নেই। সবটুকু হলই খালি। একসাথে অনেক লোক সমবেত হলে হয়তো তাদের চলাচলের জন্য মাঝখানটা খালি রাখা হয়েছে।

তিনি আমার দিকে তাকিয়ে আমি কিছু বলার আগেই বললেন, "আমি নিয়মিত বিবিস্থির খবর শুনি। বিশেষ মনোযোগ সহকারে বাংলাদেশ সম্পর্কিত খবরগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখি। আপনি যা বলতে চান বলুন।"

বাদশাহ ফায়সাল বহু বছর সৌদি আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। তিনি ইংরেজি বলার যোগ্যতা অবশ্যই রাখেন। তবু তিনি আরবীতেই বললেন। রয়াল চিফ প্রটোকল আবদুল ওহাব চমৎকার ইংরেজিতে তা অনুবাদ করে শুনালেন।

আমি আরবীতে বলতে অক্ষম বলে ইংরেজিতে বলতে বাধ্য হলাম। আমি ইয়াহিয়া খান, ভুট্টো ও শেখ মুজিবের উল্লেখ করে কোন মন্তব্য করলাম না। আমার আসল বক্তব্য ছিলো ভারত সম্পর্কে। আমাকে সাক্ষাতের সুযোগ দেবার জন্য আন্তরিক গভীর শুকরিয়া জানিয়ে বললাম, "আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, ভারত সব সময়ই পাকিস্তানের সাথে

দুশমনি করে এসেছে। পূর্ব-পাকিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারত সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছে। এর আসল উদ্দেশ্য ঐ দুশমনি। পূর্ব-পাকিস্তানের চারদিকে ভারতের সাতটি প্রদেশ রয়েছে। ঐসব প্রদেশে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী আন্দোলনও রয়েছে। ঐ প্রদেশসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করার পথে পূর্ব-পাকিস্তানের ভৌগোলিক অবস্থান বিরাট বাধা। তাই স্বাধীনতা আন্দোলনকে সাহায্য করার বাহানায় ভারত অতি উৎসাহের সাথে স্বাধীনতা আন্দোলনকে সর্বদিক দিয়ে সংগঠিত করেছে এবং ত্বরান্বিত করেছে। আমরা আশঙ্কা করি যে, ভারত বাংলাদেশের উপর যে চরম আধিপত্য বিস্তার করেছে তাতে বাংলাদেশ মুসলিম দেশ হিসেবে টিকে থাকতে পারবে কিনা। বাংলাদেশে শতকরা ৮৫ জন মুসলমান। আপনি হারামাইন শরীফাইনের মহান খাদিম। আপনার উপর বিশ্বের সকল মুসলমানেরই হক আছে। আমি কোটি কোটি বাংলাদেশী মুসলমানের পক্ষ থেকে এ আবেদন জানাতে এসেছি যে, "ভারত কাশ্মীরের মতো বাংলাদেশকে যেন নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে সেদিকে আপনি বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন। সে দেশের মুসলমানরা ভৌগোলিক দিক দিয়ে মুসলিম বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। দেশটি তিন দিক দিয়ে ভারত দ্বারা ঘেরাও অবস্থায় আছে। দক্ষিণ দিকে সমুদ্র, কিন্তু সে সমুদ্রও ভারতের নিয়ন্ত্রণে। ভারতের মুসলমানদের প্রতি ভারত সরকারের আচরণ কেমন তা আপনার অজানা নয়। বাংলাদেশের মুসলমানরা ভারতের আধিপত্যের পরিণাম সম্পর্কে শঙ্কিত।"

এ কথাগুলো আমি একটানা বলিনি। একেকটি বাক্য বলার পরই চিফ প্রটোকল আরবীতে অনুবাদ করে বাদশাহকে শুনান। তিনি আমার পাশেই দাঁড়িয়ে অনুবাদ করছিলেন। আমার কথার ফাঁকে তিনি হাতে ইশারা করে আমাকে থামিয়ে অনুবাদ করতে থাকেন। আমার কথা বলার সময় বাদশাহ একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। আমার ইংরেজি ভাষায় বক্তব্য যে তিনি বুঝতে পারছেন তা স্পষ্টই টের পেয়েছি। কিন্তু তাদের নিয়ম পালনের জন্য আমার সব কথারই আরবীতে অনুবাদ করে শুনালেন।

আমার কথাগুলো শেষ হওয়ার পর তিনি বললেন, "পশ্চিম-পাকিস্তানের সাথে আপনারা যে রাজনৈতিক ঝগড়া করেছেন সে বিষয়ে আমার কিছুই বলার নেই। একত্র থাকতে পারলেন না বলে আলাদা হয়ে গেলেন, এতেও আমার আপত্তি করার অধিকার নেই। এটা আপনাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। কিন্তু পাকিস্তান বিশ্বের সবচেয়ে বড় ইসলামী রাষ্ট্র ছিলো। বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরও যদি আপনারা ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবেই ঘোষণা করতেন তাহলে আমরা দুঃখবোধ করতাম না। আমি বিবিস্থির মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে, বাংলাদেশের যে শাসনতন্ত্র রচনা করা হয়েছে তাতে সেক্যুলারিজম ও সোস্যালিজমকে রাষ্ট্রের আদর্শ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এতে আমি অত্যন্ত মানসিক যাতনাবোধ করছি। যে রাষ্ট্রটি পূর্বে ইসলামী রাষ্ট্রের অংশ ছিলো তা এভাবে ঘোষণা দিয়ে ইসলাম ত্যাগ করার ঘটনাটি অত্যন্ত বড় দুর্ঘটনা।"

তাঁর এ কথাগুলো একটানা বলেননি। একটু বলে তিনি থামলে ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়। এভাবে তার বক্তব্য শেষ হলে আমি আবার বললাম, "পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম সংখ্যাগুরু দেশ হিসেবে বাংলাদেশের প্রতি আপনার সুদৃষ্টি কামনা করি। সেক্যুলারিজম ভারতীয় আদর্শ। ভারতের আধিপত্যের কারণেই ঐ আদর্শ গ্রহণ করা হয়েছে। এভাবেই ভারত ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে।"

তিনি বললেন, "আপনি বলছেন যে, সে দেশে শতকরা ৮৫ জন মুসলিম। আপনারা যদি নিজেরা ইচ্ছাকৃতভাবে ইসলাম ত্যাগ না করেন তাহলে ভারত শক্তি প্রয়োগ করে কিছুই করতে পারবে না। মুসলিম নেতারাই যদি ভারতীয় আদর্শ মেনে নেয় তাহলে বাইরে থেকে আমরা কী করতে পারি? তবে ভারত যদি কাশ্মীরের মতো দখল করতে চায় তাহলে মুসলিম বিশ্ব চুপ করে থাকবে না। আমি ভারতকে এতো বোকা মনে করি না। ভারত সরাসরি এমন কিছু করবে না। ভারত এটাই চাইবে যে, বাংলাদেশে তাদের তল্পীবাহক সরকার কায়েম থাকুক।"

তাঁর এ যুক্তিপূর্ণ কথার পর আমার বলার আর কিছুই থাকলো না। বাংলাদেশের মুসলমানদের জন্য তাঁর কাছে দোয়া চেয়ে বিদায় নিলাম।

এ সাক্ষাতে ২৫ মিনিট সময় লেগেছে।

প্রটোকল অফিসার বাদশাহর দৃষ্টি গোচর হওয়ার মতো করে কয়েকবার হাতের ঘড়ির দিকে তাকালেও বাদশাহ আমার কথা শুনতে থাকলেন এবং তিনিও বলতে থাকলেন।

১৩২.

ওয়ামীর প্রতিষ্ঠা সম্মেলন

১৯৭২ সালের জানুয়ারির প্রথম দিকে হজ্জ অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি রিয়াদে একটি আন্তর্জাতিক মুসলিম যুব সম্মেলন হয়। ঐ সম্মেলনের মাধ্যমেই WAMY (World Assembly of Muslim Youth) নামে সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ সংগঠনটির শাখা বাংলাদেশেও আছে। এক সময় এর বাজেট বিরাটই ছিলো। ১৯৯০-এর গালফ-ওয়ারের পর এর বাজেট সংকুচিত হয়।

ঐ প্রতিষ্ঠা সম্মেলনে আমিও ঘটনাক্রমে আমন্ত্রিত হই বলেই এ প্রসঙ্গে আলোচনা করছি। আমি যদি ঐ সময় সৌদি আরবে উপস্থিত না থাকতাম তাহলে হয়তো তাতে যোগদানের কোন সুযোগই পেতাম না।

১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে মসজিদে নববীর অতি নিকটে পাকিস্তান সরকারের যে মেহমানখানায় ছিলাম, সে পরিচয়সূত্রেই সেখানে থাকার সুবিধা পেয়ে গেলাম। সে মেহমানখানার ঠিকানায় একটি দাওয়াতনামা পেয়ে বিস্মিত হলাম। তাতে আমাকে অবিলম্বে রিয়াদ পৌঁছার দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, সেখানে বিশ্ব মুসলিম যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং আমাকে একজন ডেলিগেট সদস্য হিসেবে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে।

আমি যে 'পিলগ্রিম পাস' নিয়ে হজ্জে এসেছি তা নিয়ে জেদ্দাহ, মক্কা ও মদীনা ছাড়া আর কোথাও যাওয়ার উপায় নেই। অবশ্য সরকারি উদ্যোগে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে বলে আমার রিয়াদ যাবার ব্যবস্থা সরকারই করে দিলেন।

রিয়াদ গমন

সৌদি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা মদীনা থেকে বিমানে আমাকে রিয়াদ নিয়ে গেলেন। রিয়াদ বিমানবন্দরে আমাকে যিনি অভ্যর্থনা জানালেন তিনি সম্মেলন উপলক্ষে

বিদেশী মেহমানদের জন্য গঠিত রিসেপশন কমিটির চেয়ারম্যান ড. আবদুল্লাহ ওমর নাসীফ, অধ্যাপক রিয়াদ বিশ্ববিদ্যালয়। আমাকে যে হোটেলে থাকার জন্য নিয়ে গেলেন সেখানে যোহরের নামাযের সময় অনেক মেহমানের সাথে দেখা হলো। নামাযের পর অনেকের সাথেই পরিচয় হলো। ড. আহমদ তুতুনজি নামে এক ইঞ্জিনিয়ার এগিয়ে এসে হাত মিলালেন। তিনি রিয়াদ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শিক্ষক। তিনি সম্মেলনের অর্গানাইজিং কমিটির সহকারী সেক্রেটারি। তাঁর কাছে জানতে পারলাম যে, রিয়াদে কর্মরত জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের ভাইদের কাছে তিনি আমার সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। তাই সম্মেলনে আমাকে দাওয়াত দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ড. তুতুনজি সেখানেই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা হামাদ ইবরাহীম আল সুলাইফীহের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি ইংরেজি বলায় অভ্যস্ত না থাকায় আরবীতে আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে জড়িয়ে ধরে বললেন, "আমি ইখওয়ানুল মুসলিমূনের লোক নই, আমি জামায়াতে ইসলামীর লোক।" আমি বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। জানতে পারলাম যে, মন্ত্রণালয়ে তাঁর সহকর্মী ওমর ফারুক মওদূদী থেকে মাওলানা মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সুযোগ পেয়েছেন। তাই তিনি অন্তর থেকে জামায়াতে ইসলামীকে ভালোবাসেন। ওমর ফারুক মওদূদী মাওলানা মওদূদীর বড় ছেলে। তিনি অনেক বছর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে চাকরি করেছেন। তিনি রিয়াদে পাকিস্তানিদের মধ্যে দক্ষতার সাথে দারসে কুরআন পেশ করতেন।

সম্মেলনের প্রথম ডেলিগেট অধিবেশন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত উক্ত সম্মেলনে ৮৩টি দেশের ইসলামী যুব সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ডেলিগেট হিসেবে হাজির হন। বিদেশী ডেলিগেটদের সংখ্যা প্রায় দু'শ ছিলো। সৌদি আরবের ডেলিগেটসহ সম্মেলনে আড়াইশ' লোক যোগদান করেন।

ডেলিগেটদের প্রথম অধিবেশন শুরু হওয়ার পূর্বে ড. আহমদ তুতুনজি ও ডেপুটি এডুকেশন মিনিস্টার ড. আহমদ মুহাম্মদ আলী আমার সাথে একান্তে কথা বললেন। তাঁরা বললেন, "সম্মেলনে ডেলিগেট হিসেবে যারা এসেছেন তারা সবাই যুব বয়সের। সবার মধ্যে আপনিই বয়োজ্যেষ্ঠ। তাই ডেলিগেটদের প্রথম অধিবেশনে আপনাকে সভাপতিত্ব করার অনুরোধ জানাচ্ছি। ড. আহমদ মুহাম্মদ আলী অভ্যর্থনা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান। অধিবেশনের শুরুতে তিনি সভাপতিত্ব করার জন্য আমার নাম প্রস্তাব করলেন। সবাই সমর্থনসূচক আওয়াজ দিলেন।

আমি সভাপতির আসন গ্রহণ করার পর তিলাওয়াতে কুরআন দিয়ে অধিবেশন শুরু করা হলো। এ অধিবেশনের যে এজেন্ডা আমার সামনে টেবিলে রাখা হয় তাতে সম্মেলনের সভাপতি ও সহ-সভাপতির নির্বাচনই প্রথম দু'আইটেম।

আমি সম্মেলনের সভাপতি পদের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করলাম। ড. আহমদ মুহাম্মদ আলী মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শায়খ হাসান আলে শায়খের নাম প্রস্তাব করলে ডেলিগেটগণ এক আওয়াজেই সমর্থন জানালেন। আমি ঘোষণা করলাম যে, সর্বসম্মতিক্রমে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হলেন।

এরপর আমি সম্মেলনের সহ-সভাপতি পদের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করলাম। ডেলিগেটদের একজন সহ-সভাপতি পদের জন্য ডেপুটি এডুকেশন মিনিস্টার ড. আহমদ মুহাম্মদ আলীর নাম প্রস্তাব করলেন। আমি ডেলিগেটদেরকে আর কোন প্রস্তাব থাকলে পেশ করতে আহ্বান জানালাম। আর কোন প্রস্তাব কেউ উত্থাপন না করায় আমি ঘোষণা করলাম, ড. আহমদ মুহাম্মদ আলী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হলেন।

উক্ত অধিবেশনে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী অনুপস্থিত ছিলেন। তাই আমি নির্বাচিত সহ-সভাপতিকে অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানালাম এবং আমাকে ডেলিগেটদের পক্ষ থেকে প্রথমে সভাপতির দায়িত্ব দিয়ে সম্মানিত করার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানালাম। সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে আমি সভাপতির আসন ত্যাগ করে ডেলিগেটদের মধ্যে আমার আসনে ফিরে গেলাম।

সম্মেলনের প্রধান আলোচ্য

প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিলো, 'ইসলামী যুব সংগঠনসমূহের আন্তর্জাতিক ফোরাম গঠন'। দেড় দিন এ বিষয়ে বিভিন্ন দেশের যুব নেতৃবৃন্দ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সবাই এমন একটি ফোরাম গঠনের পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন এবং এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উদ্যোগ নেবার জন্য সৌদি আরব সরকারের প্রতি গভীর শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন।

সম্মেলনে সব কয়টি অধিবেশনেই ভাইস চেয়ারম্যান ডেপুটি শিক্ষামন্ত্রী ড. আহমদ মুহাম্মদ আলী সভাপতিত্ব করেন। চেয়ারম্যান মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী যে-কোন কারণেই হোক সম্মেলনে হাজির হননি।

সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয় যে, "ওয়ার্ল্ড এসেম্বলি অব মুসলিম ইউথ" (WAMY) নামে একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী যুব ফোরাম গঠন করতে হবে এবং এর কেন্দ্রীয় অফিস রিয়াদেই থাকবে।

এ সম্মেলনের গুরুত্ব

এ সম্মেলনে ৮৩টি দেশের ইসলামী আন্দোলনের যুব নেতারা তিন দিন পর্যন্ত হোটেলে ও সম্মেলনস্থলে মিলিত হবার যে সুযোগ পেলেন, এমন কোন ব্যবস্থা করার সাধ্য তাদের কারো ছিলো না। ইসলামী আন্দোলনমূলক সংগঠন ছাড়াও ইসলাম প্রচারমূলক এবং বিভিন্নভাবে ইসলামের খিদমতমূলক সংগঠনের নেতৃবৃন্দও সম্মেলনে এসেছেন।

তাদের মধ্যে পারস্পরিক ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক পরিচয় এবং বিভিন্ন দেশের অবস্থা জানার এমন দুর্লভ সুযোগ পেয়ে অত্যন্ত উৎসাহের সাথে সবাই সবার সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগে তৎপর দেখা যায়।

তাদের মধ্যে যারা ইকামাতে দীনের আন্দোলন সম্পর্কে সঠিক ধারণা ইতঃপূর্বে পাননি তারা জানতে পারলেন যে, শুধু খিদমতে দীনের দ্বারা ইসলাম বিজয়ী শক্তি হিসেবে কায়েম হতে পারে না। অথচ আল্লাহ তাআলা দীনকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যেই রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন। দীনে বাতিলের অধীনে দীনের কিছু খিদমত করা যায় বটে; দীনকে বিজয়ী করা যায় না। তাই খিদমতে দীনেই সন্তুষ্ট থাকলে দীনের প্রতি দায়িত্ব পালন করা হয় না এবং ঈমানের দাবি যথাযথ পূরণ করা যায় না।

ইসলামী আন্দোলনের যুব নেতৃবৃন্দ পরস্পর মতবিনিময় ও অভিজ্ঞতার আদান-প্রদানের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছেন। এ সম্মেলনে ইসলাম ও মুসলিম স্বার্থ সম্পর্কে বেশ কয়টি মূল্যবান প্রস্তাব পাস হয়, যা ডেলিগেটদেরকে গুরুত্বপূর্ণ চেতনা দান করে। এ সম্মেলন দ্বারা বহু দিক দিয়ে ইসলামী আন্দোলন বিরাটভাবে উপকৃত হয়েছে।

এ সম্মেলন আমাকে কী দিয়েছে?

এ সম্মেলনে যোগদান করার সুযোগ পাওয়াকে আমি আল্লাহ তাআলার বিশেষ নিয়ামত মনে করি। ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর আমার বিমান ঢাকায় পৌঁছতে না পারার ফলে আমাকে বাধ্য হয়ে যে সাত বছর নির্বাসন জীবনযাপন করতে হয় তাতে ঐ সম্মেলন বিরাট অবদান রেখেছে।

স্বাধীন বাংলাদেশ, বাংলাদেশের জনগণ ও বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের জন্য আমার নির্বাসিত জীবনে যতটুকু সামান্য খিদমত করতে সক্ষম হয়েছি, ঐ সম্মেলন এর ভিত্তি রচনা করেছে। এর কয়েকটি পয়েন্ট এখানে পেশ করছি ঃ

১. বাংলাদেশ একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র এবং বিশ্বে বিরাটসংখ্যক মুসলিম অধ্যুষিত দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকারী হিসেবে পরিচিত করার প্রথম মহাসুযোগ লাভ। সম্মেলনে উপস্থিত ৮৩টি দেশের ইসলামী যুব নেতাগণ এই প্রথম এ পরিচয় জানতে পারলেন।

২. জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান মুসলিম বিশ্বে মোটামুটি পরিচিত ছিলো। কেন্দ্রীয় জামায়াতের পক্ষ থেকে মাওলানা মওদূদী (র) রচিত সাহিত্যের আরবী ভাষায় অনুবাদক হিসেবে মাওলানা মাসঊদ আলী নদভী, মাওলানা আসেম আল হাদ্দাদ ও মাওলানা খলিল হামেদী আরব বিশ্বসহ মুসলিম দুনিয়ায় ব্যাপক সফর করে মাওলানার চিন্তাধারা ও জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানকে পরিচিত করেছেন। পাকিস্তানের রাজধানী প্রথমে করাচি এবং পরে ইসলামাবাদ, আর জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্র লাহোর হওয়ায় পশ্চিম-পাকিস্তানই পাকিস্তান হিসেবে মুসলিম বিশ্বে পরিচিত ছিলো। সে তুলনায় বর্তমান বাংলাদেশ ও জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ বহির্বিশ্বে অপরিচিতই ছিলো। ঐ সম্মেলনে মুসলিম বিশ্বে বাংলাদেশ একটি মুসলিমপ্রধান রাষ্ট্র ও জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলন হিসেবে পরিচিত হলো।

৩. বাংলাদেশ এলাকার ইসলামী আন্দোলনের কোন প্রতিনিধি এর আগে বহির্বিশ্বে সফর করেনি বলে ওখানকার ইসলামী আন্দোলনের কোন ব্যক্তিত্ব মুসলিম বিশ্বে পরিচিত ছিলো না। এ সম্মেলনে ৮৩টি দেশের ইসলামী সংগঠনের প্রতিনিধিরা এই প্রথম জানলো যে, গোলাম আযম নামে এক ব্যক্তি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর আমীর ছিলো। সম্মেলনের উদ্যোক্তারা আমাকে ডেলিগেটদের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্বের দায়িত্ব দিয়ে আমার প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণের মহাসুযোগ করে দিলো। এ পরিচিতি আমার প্রবাস জীবনে বিরাট সহায়ক হয়েছে। এর উপকারিতা আমি এখনও ভোগ করছি।